যুগান্তর

তারিখ 30 DEC 2005
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

ময়মনসিংহ : বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান ফটকে পুলিশ মোতায়েন (বাঁয়ে); প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের মিছিল -যুগান্তর

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

ময়মনসিংহ ব্যুরো

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্কুলের দিবা ও প্রভাতী শাখার ৪৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। স্কুলের বিভিন্ন অনিয়ম ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় বর্তমান প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবিতে শহরে মিছিল বের করে। তারা প্রধান শিক্ষিকা শিরীন বানুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। বিকালে স্কুল প্রাঙ্গণে অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবি করে সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেছে। শিক্ষকদের দেয়া অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী একটি বিদ্যাপীঠ। পড়াশোনা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিচরণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা শিরীন বানু ২০০৩ সালের ৬ জানুয়ারি যোগদানের পর থেকে তার স্কুলে অনিয়মিত উপস্থিতি, কর্তব্যকাজে অবহেলা ও বিভিন্ন অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য, মূল্যমান ও পড়াশোনার মান ধরে রাখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধান শিক্ষিকার অদক্ষ প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য বিদ্যালয় প্রশাসন মুখ থুবড়ে পড়ছে। এ অবস্থায় দুর্নীতিবাজ, স্বৈরাচারী প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎসহ অনিয়ম, দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনেছেন সাবেক ছাত্র, অভিভাবক ও বর্তমান শিক্ষকরা। জিলা স্কুলের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকার কালো থাবা থেকে বিদ্যালয়টিকে মুক্ত করতে এরই মধ্যে স্কুলের দিবা ও প্রভাতী শাখার ৫২ শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ৪৮ জন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। লিখিত ২৯টি অভিযোগে বলা হয়, গত তিন বছরে প্রভাতী শাখায় স্কুলে একদিনও না আসা এবং অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিকাল ৪টার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অফিস করা, বিভিন্ন ফিস নামে (৫ম, ৮ম ও এসএসসি কোচিং ফি, প্রশংসাপত্র, ট্রান্সফার্ট ফি, মসজিদের উন্নয়ন, দরিদ্র ফান্ড, বিদায় অনুষ্ঠান, রেড ক্রিসেন্ট ফান্ড ইত্যাদি) অর্থ আত্মসাৎ। এছাড়াও প্রতি বছর নিম্নমানের বই পাঠ্য করে হাজার হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এরই মধ্যে স্কুলের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের তরফ থেকে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। এসব নিয়ে স্কুলে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রধান শিক্ষিকার অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে বিএনপি দলীয় স্থানীয় এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিডি ও ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসককে পৃথক পত্র দিয়েছেন জোটবদ্ধ ৪৮ শিক্ষক। এ অবস্থায় গা ঢাকা দিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা শিরীন বানু। বুধবার তাকে স্কুল বা বাসা কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রচার রয়েছে, ঘটনা ধামাচাপা দিতে তিনি এখন ঢাকায় নানা মহলে দৌড়ঝাঁপ করছেন। এসব ঘটনায় ১৫০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির প্রশাসনিক ও যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার বিকালে মোবাইল ফোনে প্রধান শিক্ষিকা শিরীন বানুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন কথা বলতে চাননি। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক শাহ আলম বকশি অভিযোগ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে জানান, প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।